গাংনীতে গ্রামীণ খেলাধুলা অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলা চেংগাড়া সরকারী প্রথামিক বিদ্যালয় নবম বার্ষিক শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতা শুক্রবার সকাল দশটা থেকে “যেমন খুশি তেমন সাজো” ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিন ব্যাপি প্লেট র্মাবেল উত্তোলন,ইট পায়ে হাটা,ঘরে বাইরে,চেয়ারে বসা. গুপ্ত ধন,অংক দৌড়, বন্ধ চোখে হাসঁ ধরা,ডিগবাজী, বস্তার উপরে বসে বস্তায় টানাদৌড়,বালিতে ঝুলিয়ে বল নিক্ষেপ,গামলার ভিতরে বেলুন ফোঁটানো,পিঠে হাড়ি ভাঙ্গা,স্বামীর পেটে স্ত্রীর বল নিক্ষেপ,(স্বামী স্ত্রী) দড়ি টানাটানি,হাড়ি ভাঙ্গা,আস্তে আস্তে মটর সাইকেল চালোন,মেরুদন্ড শক্তির পরিক্ষা, তেলাক্ত কলা গাছ,বালিশ লড়াই, সাবানা মাখা প্রতিযোগিতা,অন্ধভাবে পথ চলা, এছাড়ও রয়েছে নতুন আকর্ষনীয় সব ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ খেলাগুলো স্মৃতি ধরে রাখার জন্য চেংগাড়া গ্রামের যুব সমাজ এই আয়োজন করেন।

শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতা পরিচলানা কমিটির জান মোহাম্মদ মিন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক,বিশেষ অতিথি ছিলেন ষোলটাকা ইউপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন(পাশা),সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান,গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা,গাংনী প্রেক্লাবের জ্যোষ্ঠ সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ,ষোলটাকার ছয় নং ওর্য়াড মেম্বর আবদø কুদ্দস প্রমুখ।

আয়োজক কমিটির সভাপতি জান মোহাম্মদ মিন্টু বলেন, গ্রামীন খেলা ধুলাকে ধরে রাখার জন্য এই খেলাধুলার আয়োজন। এই খেলা প্রতিবছর আয়োজন করি। কোভিড এর কারনে দুই বছর হয়নি। ১১ বছরে ধরে এই খেলাধুলা চালিয়ে আসেছেন চেংগাড়া গ্রামের লোকজন। দূর দুরন্ত থেকে এখানে খেলা উপভোগ করতে আসেন। বিভিন্ন বয়সের মানুষ তারা উপভোগ করে এবং আনন্দ পাই।

চেংগাড়া গ্রামের ইলাইহি বক্রা (৯৫)বছরে বৃদ্ধা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কন্ঠে জানান, গ্রামের খেলাধুলা নাম শোনে খুবই আনন্দ লাগলো আসতে কষ্টে হলে,আসতে পেরে খেলা দেখেতে পেরেছি এটাই অনেক আনন্দ। ,হরেক

রকমের খেলাধুলা আমার খুবই পছন্দ বলে জানান।

গাংনী ফতাইপুর গ্রাম থেকে খেলা দেখতে আসা আব্দুল কুদ্দস আলী (৭৯) আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসে খেলাধুলা করে। আমাদের নাতিপুতিরা বাবা এই সব খেলাধুলার নামেই জানে না।

ফিল্টে বসে খেলা দেখার মজা আলাদা বলে জানান ষষ্ট শ্রেণীর শিক্ষার্থী চেংগাড়া গ্রামের খেলা দেখতে আসা মাইশা আক্তার জানান,গ্রামীণ খেলাগুলো দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। তাই হাড়াভাঙ্গা গ্রাম থেকে এসছি আহ! বাবা মা‘র শৈশব কাল কতই না স্ন্দুর ছিলো। এটাও অনুভাব করছি আহরে কতো না সুন্দর ছিলো কিশোর আর শিশু কাল তাদের। গ্রাম বাংলার এ এক অপূর্ব নিদর্শন কালের গর্ভে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে এই খেলাধুলা,হারিয়ে যাচ্ছে শিশু দের দুরন্তপনা।

বক্তারা বলেন, আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলা গুলোর আজ বিলপ্তির পথে গ্রামীণ খেলাগুলো অস্তিত্ব খুজেঁ পাওয়াই কঠিন। আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া গ্রাম বাংলার খেলাধুলা আজ রুপকথার ন্যায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শতাধিক গ্রামীণ খেলাধুলার প্রচলন ছিলো। কালের বির্বতনে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। স্মার্টফোন, ল্যাপটপ,ডেস্কটপে ভিডিও,এসব খেলার কারনে গ্রামীণ খেলা গুলো বিলপ্তির পথে বলে মনে করেন

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় ওয়ার্কাস পার্টির মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় ওয়ার্কাস পার্টির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা আশ্রয়ন প্রকল্প চত্ত্বরে।

দামুড়হুদা থানা কমিটির সভাপতি কমরেড আনছার আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সাধারন সম্পাদক কমরেড আনোয়ার হোসেন বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমরেড শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বদ্দী,কমরেড আমিনুল ইসলাম লাল্টু,কমরেড নুরুল হুদা,কমরেড আ:মান্নান, কমরেড নজরুল ইসলাম। কাশেম,মিলন,সামাদুল হক।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি কমরেড আ:সামাদ।

দামুড়হুদায় স্পোটিং ক্লাব কতৃক আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় দশমী স্থানীয় পাড়া স্পোটিং ক্লাব কতৃক আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টর ফাইনাল খেলা ও পুরুষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকাল ১০ টায় দামুড়হুদা দশমী স্থানীয় পাড়া স্পোটিং ক্লাব কতৃক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্টে তিনটি দল অংশগ্রহণ করেন দশমী স্থানীয় পাড়া, বনানী পাড়া ও পলাশী পাড়া একাদশ অংশগ্রহণ করে। খেলায় দশমী স্থানীয় পাড়া একাদশ চ্যাম্পিয়ন ও পলাশী পাড়া একাদশ রানার আপ হয়।

খেলায় অ্যাম্পায়ার ছিলেন নাঈম হাসান মন্ডল। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দলের মাঝে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়। পুরুষ্কার বিতরণ করেন দশমী স্থানীয় পাড়া ক্লাবের প্রতিষ্ঠা সভাপতি শেখ হাফিজুর শামসের। তিনি বলেন মাদকের ভয়াল থাবা থেকে যুব সমাজকে বাচাঁতে হলে খেলাধুলার বিকল্প নেই, তাই আমাদের সকলকে খেলাধুলার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আলামিন হক টনি, সাধারণ সম্পাদক নাঈম হাসান মন্ডল, যুগ্ম

সম্পাদক আবদুল করিম,সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজ মুগ্ধ, বহিঃ সম্পর্ক বিষয়ক সম্পাদক সিজান পারভেজ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আলিফ মাহমুদ জীবন।

মুজিবনগরে ২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিসহ ৩জন গ্রেফতার

মুজিবনগরে ২ বছরের সাজা প্রাপ্ত পলাতক আসামী সহ ৩জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ।

গত বৃস্পতিবার রাত্রে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদি রাসেল এর নেতৃত্বে মুজিবনগর থানার এসআই উত্তম কুমার, এসআই আল নোমান, এসআই আরিফ, এএসআই আব্দুর রাজ্জাক সহ সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালিয়ে উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের জামিরুল ইসলামের ছেলে দুই বছরের সাজা প্রাপ্ত ওয়ারেন্ট ভুক্ত পালাতক আসামি কারিবুল ইসলাম (৩৫) এবং ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের মৃত বদরুদ্দিনের ছেলে আলাল উদ্দিন(৫৫), জালাল উদ্দিনের স্ত্রী শিরিনা খাতুন এবং আনন্দবাস গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে তৌফিক ইসলাম (২০) কে গ্রেপ্তার করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের প্রয়োজনীয় পুলিশ প্রহরার মাধ্যমে শুক্রবার বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

রাধাকান্তপুরে অবকাঠামো উন্নয়ন পরিদর্শন ও পথসভায়

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিদর্শন ও নৌকার পক্ষে কাজ করার জন্য গনসংযোগ করেছে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

এসময় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বাংলাদেশ সরকারের সাফল্য ও জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে তার নির্বাচনী এলাকার রাধাকান্তপুর গ্রাম অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পায়ে হেঁটে সমস্ত গ্রাম ঘুরে দেখেন এবং সাধারন জনগনের সাথে কথাকপোথন করেন। এ সময় গ্রামের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়িসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি।

গনসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজাহান আলী, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান, আমদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি এনাম হোসেন বকুল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন সহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ।

কোটচাঁদপুরে মাটি বোঝাই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় নিহত ১

মাটি বোঝাই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় কোটচাঁদপুরে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার বেলা ১২ টার সময় উপজেলার গালিমপুর নামকস্থানে এ ঘটনা ঘটে। ওই দুই জনের বাড়ি যশোরের ঝিকরগাছা বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরের গালিমপুর মোড়ে মাটি বোঝাই ট্র্যাক্টরের সঙ্গে ধাক্কা মোটরসাইকেল আরোহীদের এতে গুরুত্বর আহত হয়। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মাহমুদুল ইসলাম (২৫)কে মৃত বলে ঘোষণা দেন আর রবিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

মৃত মাহমুদুল ইসলাম যশোর ঝিকরগাছা গদখালি এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে। আর রবি একই রঘুনাথনগর গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে।

সহকর্মী সোহান হোসেন বলেন,মাহমুদুল হাসান ছিলেন,জাপান টোবাকো কালিগঞ্জ অফিসের স্টোর কিপার ও রবি ছিলেন সহকারী স্টোর কিপার। দুই জনই মোটরসাইকেলে করে কোটচাঁদপুর মার্কেটে এসেছিলেন ।
এ সময় দুর্ঘটনায় পতিত হন তারা। খবর পেয়ে আমরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দেখতে এসেছি।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক রমিজ উদ্দিন (তপু) বলেন, আমরা গুরুতর আহত অবস্থায় দুইজনকে পেয়েছি। এরমধ্যে মাহমুদ হাসান (২৫) কে চিকিৎসা দেওয়ার আগেই মারা যায়। রবি নামের আরেক জন কে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোরে রেফার্ড করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সিরাজুল আলম বলেন,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। তবে কাউকে পাওয়া যায়নি। মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

কোটচাঁদপুর পৌরসভার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

প্রকৌশলী কর্তৃক পৌরসভার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নের প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল ১১টায় পৌর ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এ সময় পৌর সচিব এনামুল হক প্যানেল মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে সহিদুজ্জামান সেলিম বলেন, আমি দায়িত্বভার গ্রহণের পর জনস্বার্থ ও সরকারের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখতে পৌরভবন, রোড লাইট, পানি সরবরাহসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করতে পূর্বের মেয়রদের আমলের বকেয়া বিল বাবদ ২ কোট ৯০ লক্ষ ৭০ হাজার ৭’শ ১৩ টাকার মধ্য থেকে ২৩ লক্ষ ৬২ হাজার ২’শ ১০ টাকা বকেয়া পরিশোধ করি। পরবর্তীতে আমরা প্রিপেইড মিটারের মাধ্যমে গত ২১ সালের মে মাস থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার ১০ টাকা বিদ্যুৎ বিল দিয়েছি। আমার পরিষদের সময়কালীন কোন বিল বকেয়া up।

স্থানীয় আবাসিক প্রকৌশলী বকেয়া বিল আদায়ের ব্যাপারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে তাৎক্ষনিক ২ লক্ষ টাকা ও প্রতিমাসে বিলের সাথে ১ লক্ষ টাকা বকেয়া সমন্বয়ের প্রস্তাব দিই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আবাসিক প্রকৌশলী আমাদের সাথে কোন পরামর্শ না করেই গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর পৌর এলাকার ২টি রোড লাইট ও পানির পাম্পের ৩টি লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেন। এতে পৌরবাসীর মধ্যে বিরূপ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পৌর মেয়র বলেন, সাবেক মেয়রদের সময়ে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বকেয়া আদায়ে তৎপর না থাকায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এ অবস্থা উত্তোরনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর আবাসিক প্রকৌশলী মনোয়ার হোসেন জাহিদ বলেন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন হাত নেই।

মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিল

পাস

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের কোনো উদ্ভাবন, মেধাস্বত্ব আবিষ্কার এবং বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাতে সহযোগিতা করার বিধান রেখে ‘মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর বিল ২০২৩’ পাস করেছে জাতীয় সংসদ।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদের ২১তম অধিবেশনে আজ সংসদীয় কমিটির সুপারিশকৃত আকারে বিলটি পাস হয়। বিলটি পাস করার প্রস্তাব করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এর আগে বিলটির ওপর জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও সংশোধনী প্রস্তাবগুলো কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়।

বিলে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আদেশ-১৯৭৩ এর বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে। রাষ্ট্রপতি হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। আচার্য নির্ধারিত শর্তে স্বনামধন্য একজন শিক্ষাবিদকে চার বছরের জন্য উপাচার্য পদে নিয়োগ করবেন। কোন ব্যক্তি একাধিক্রমে বা অন্য কোনোভাবে উপাচার্য হিসেবে দুই মেয়াদের বেশি সময়ের জন্য নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। আচার্য যে কোন সময় উপাচার্যের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

বিলে সংসদীয় কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ২-এর (২২) অনুচ্ছেদ যুক্ত করে বলা হয়েছে, প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ‘বিজনেস ইনকিউবেটর’ স্থাপন করতে পারবে। “বিজনেস ইনকিউবেটর” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত কোনো বিজনেস ইনকিউবেটর, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে সকল সহযোগিতা প্রদান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কর্তৃক কোনো উদ্ভাবন, মেধাস্বত্ব আবিষ্কার বা প্রক্রিয়া, বাজারজাত এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য সহযোগিতা প্রদান করিবে”। এছাড়া বিলে সংসদীয় কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ‘শৃঙ্খলা কমিটিকে যৌন হয়রানি, সহিংসতা, নিপীড়ন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের কাছে সুপারিশ’ করার সক্ষমতা যুক্ত করা হয়েছে।

বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বেতনভোগী শিক্ষক ও কর্মচারী, সংসদ সদস্য বা স্থানীয় সরকারের কোন পদে নির্বাচিত হতে প্রার্থী হতে চাইলে ওই নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ইস্তফা দেবেন।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং আধুনিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরপুর জেলায় একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতিকল্পে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ইনকিউবেটর-এর মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করার লক্ষ্যে মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা অতীব প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত।

৮ মাস পার, হয়নি জেলা আওয়ামী লীগের পুর্ণাঙ্গ কমিটি

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন শেষ হয়েছে ৮ মাস আগে। সম্মেলনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৮ পদের নাম ঘোষনা করা হয়। তবে এখনো পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সম্মেলনও শেষ হয়েছে। তবে শিঘ্রই পুর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা কেন্দ্রে জমা দেওয়া হবে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ১৬ মে মেহেরপুর ড. শহীদ

সামসুজ্জোহা পার্কে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাসিম, খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক উপ্◌িস্থত ছিলেন। সম্মেলন শেষে আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাসিম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৮ সদস্যর কমিটি ঘোষণা করেন।

কমিটিতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপিকে পুনরায় সভাপতি ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান পুনরায় সাধারণ সম্পাদক করা হয়। একই সঙ্গে সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মিয়াজান আলী, শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, আব্দুস সালাম বাবলু বিশ্বাস, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নানকে সহ-সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসকে সহসভাপতি এবং এ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একই দিনের জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীনকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, নতুন কমিটি ৮ মাস পার করলেও দিবস পালন ছাড়া দলীয় কোন কর্মসূচী করতে দেখা যায়নি। দিবসগুলোও পালন হয়ে থাকে পৃথক পৃথক স্থানে ব্যক্তি কেন্দ্রীক। একই অভিযোগ করেছেন জেলা কমিটির নতুন একাধিক সদস্যও। তাদের দাবী সবার মতামতের ভিত্তিতে দ্রুত পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল করা।

এ ব্যাপারে জেলা কমিটির সহ-সভাপতি এ্যাড মিয়াজান আলী বলেন, ৮ মাস আগে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৮ সদস্যর কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর পর থেকে আমাদের নিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের কোন মিটিং করা হয়নি। ফলে সাংগঠনিক কার্যক্রম একেবারেই স্থবির হয়ে আছে। শুনেছি কমিটির জন্য খসড়া তালিকা করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে আমার কোন মতামত নেওয়া হয়নি। তবে সবার মতামতের ভিত্তিতে কমিটি করা হলে রাজনৈতিক ঐক্যতা বজায় থাকবে এবং দলীয় কার্যক্রমে গতি আসে।

মিয়াজান আলী বলেন, আগেও সম্মেলনের ৪৫দিনের মধ্যে পুর্নাঙ্গ কমিটি করার জন্য মৌখিক নির্দেশনা ছিলো। এবার তা গঠনতন্ত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে ৪৫ দিনের মধ্যে কমিটির করার বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে।

জেলা আওয়ামী লীগের আরেক সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, কয়েকটি দিবস পালন ছাড়া জেলায় আওয়ামী লীগের দলীয় কোন কার্যক্রম হয়নি। সাংগঠনিক কার্যক্রম পুরোই স্থবির হয়ে আছে। যা পালন করা হয় তা ব্যক্তি কেন্দ্রীক। পুর্নাঙ্গ কমিটি না হলে দলীয় কার্যক্রম গতিশীল হবে না। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে পুর্ণাঙ্গ কমিটি করবেন এটাই নিয়ম। আমরা অপেক্ষায় আছি এ বিষয়ে সভাপতি ও সেক্রেটারী কোন মতামত নেন কিনা। তার আগে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করছি না। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক দুজনের সাথে আমার কথা হয়েছে মেহেরপুর থেকে কোন কমিটি জমা হয়নি বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

তিনি আরো বলেন, সভাপতি-সেক্রেটারী কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে মতামত নিয়ে এ পুর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করবেন এটাই হওয়ার কথা। যদি তারা আমাদের মতামত না নিয়ে কমিটি জমা দেন, তখন আমরা কেন্দ্রে আমাদের মতামত জানাবো।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ এম এ খালেক বলেন, ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পুর্ণাঙ্গ কমিটির জন্য খসড়া তালিকা তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনের ৪৫ দিনের মধ্যে জেলা কমিটি জমা দেওয়ার কথা। খুব শিঘ্রই পুর্ণাঙ্গ কমিটির জন্য তালিকা কেন্দ্রে জমা দেওয়া হবে।

দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করতে সবুজ-মাসুদ সংগঠণের প্যানেল ঘোষনা

কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের আরমাত্র ১ দিন বাকি। নির্বাচনকে ঘিরে নানা জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভোট গ্রহণের আগেই বিজয় নিশ্চিত করতে সবুজ-মাসুদ সংগঠণের কর্ণধররা প্যানেল ঘোষনা দিয়েছেন।

সবুজ-মাসুদ এক তৃতীয়াংশ ভোটার নিয়ে প্যানেল ঘোষনা দেয়ায় তাদের

বিজয় অনেকটা নিশ্চিত বলে শ্রমিক-কর্মচারীরা মনে করছেন। তবে কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচন মানে ভিন্নকিছু। ভোট গণনা শেষে বিজয়ীরা পরবেন বিজয়ের মালা। তা দেখতে শনিবার ভোট গণনা পরবর্তী ফলাফল ঘোষনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ভোটারদের।

দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন ৪ ফেব্রুয়ারি। সে হিসাবে নির্বাচনের আরমাত্র ১দিন বাকি। প্রসাশন ভান্ডার, স্বাস্থ্য বিধান, ইমারত, সেনিটেশন, হাসপাতাল, চোলাই মদ কারখানা, ডিস্টিলারী, বিদ্যুত ও কারখানা, প্রকৌশলী, পরিবহন, ইক্ষু উন্নয়ন, ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগ মিলে ভোটার সংখ্যা ১ হাজার ১৮৯ জন ভোটার।

এ ভোটারের বিপরীতে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ (ছাতা) ও সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী (বাইসাইকেল) প্রতীকে লড়বেন। সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হবেন ২ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এসএম কবীর (কলস), আনিসুর রহমান (গরুরগাড়ী), রেজাউল করিম টেবিল ও মফিজুল ইসলাম (তালাচাবী), সাধারণ সম্পাদক পদে ৮ বারের নির্বাচিত বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ (চাঁদতারা), সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স (আনারস) ও নতুন প্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর (হারিকেন) প্রতিক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাঠে থাকবেন। যুগ্নসম্পাদক পদেও ২ নির্বাচিত হবেন। ভোট যুদ্ধে মাঠে রয়েছেন বর্তমান যুগ্নসম্পাদক খবির উদ্দিন (আম), সাবেক সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান (চেয়ার), হাফিজুর রহমান (হাস), মহিদুল ইসলাম (হাতপাখা) ও আতিয়ার রহমান (মাছ) প্রতিকে ভোট করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ইকবাল হোসেন (কাপপিরিচ) ও বাবুল আক্তার (প্রজাপতি), দফতর সম্পাদক পদে সালাউদ্দিন সনেট (উড়োজাহাজ) এবং আবুল হোসেন (হরিণ), প্রচার সম্পাদক পদে সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত মিলন (কুড়েঘর), মিজানুর রহমান (মোড়গ) ও আব্দুল কুদ্দুস (মোবাইল ফোন)। কোষাধ্যক্ষ পদে কায়েশ আব্দুল্লাহ (রিকশা ও আবু সাঈদ (কাঠাল) প্রতীকে ভোট করবেন। এ ছাড়া ৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। যারা ভোট যুদ্ধে রয়েছেন তাদের মধ্যে ২ নং ওয়ার্ডে বাবর আলী (বেলচা), আব্বাস আলী (বালতি) ও আমিরুল ইসলাম (ডাব)। ৩ নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম (ডাব), মোজাহারুল ইসলাম (হাতুড়ি), শরিফুল ইসলাম (টর্চলাইট) ও শফিকুল ইসলাম (আখের আটি)। ৪ নং ওয়ার্ডে মতিয়ার রহমান (ডাব), কামরুল হাসান লোমান (আখের আটি), মাহমুনুল হাসান (টর্চলাইট)। ৫ নং ওয়ার্ডে সাইফ উদ্দিন সুমন (ডাব), সাহেব আলী

(টর্চলাইট) ও হারিজুল ইসলাম (আখেরআটি) এবং ৭ নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম (গাভী), জহিদুল ইসলাম (বালতি) ইদ্রিস আলী (ডাব), রবিউল ইসলাম (বেলচা) আজাদুল ইসলাম (হাতুড়ি) ও তারাপদ (আখেরআটি) প্রতিকে নির্বাচন করবেন। এবারের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, সদস্য সচিব পরিবহন বিভাগের (প্রকৌশলী) আবু সাইদ, সদস্য প্রশাসন বিভাগের উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আলআমিন, উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব) জাবেদ হাসান, জুনিয়ার অফিসার (বানিজ্যিক) জহির উদ্দিন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানাগেছে, প্রশাসন ও হিসাব বিভাগে ১০৯, ওয়ার হাউজ ও ডিস্টিলারী বিভাগে ১৫৪ জন, পরিবহণ বিভাগে ১৮৫ জন, ইক্ষুসংগ্রহ বিভাগে ১৫৪ জন, ইক্ষু উন্নয়ন বিভাগে ১২৫ জন, উৎপাদন বিভাগে ২৫০ জন এবং প্রকৌশলী বিভাগে ভোটার রয়েছে ২১২ জন। যারা ভোট দিয়ে ২৫ জনকে নির্বাচিত করবেন। এ নির্বাচনকে ঘিরে চলছে নানা সমিকরণ।

সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে প্যানেল ঘোষনা করেছেন সভাপতি প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ সবুজ সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মাসুর রহমান মাসুদ। এক তৃতীয়াংশ ভোটর নিয়ে প্যানেল ঘোষনা করায় তাদের বিজয় অনেকটা নিশ্চিত বলে শ্রমিক-কর্মচারীরা মনে করছেন। সব প্রশ্নের উত্তর জানতে শনিবার ভোট গণনা শেষে ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সকলকে।